দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JAN 2008 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪ ......

সরকার শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছেছে

-শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে একটি সম্মানজনক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাধানে পৌঁছেছে। আশা করি আন্দোলনরত শিক্ষক ও ছাত্ররা তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে আজ থেকে শিক্ষাঙ্গনকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনবেন। গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান সাংবাদিকদের একথা জানান। এ সময় তার সাথে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পৃঃ ১১ঃ কঃ ২

শিক্ষা উপদেষ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সচিব কাজী আমিনুল ইসলাম ও শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষককে জেলখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের সাজা মওকুফ করে দেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানার ২৩ নম্বর মামলা, সিলেট কোতোয়ালি থানার ২৪ নম্বর মামলা, ঢাকার আশুলিয়া থানার ৭৬ নম্বর মামলা, ঢাকার আশুলিয়া থানার ৮১ নম্বর মামলা, সাভার থানার ৫৯ নম্বর মামলা, সাভার থানার ৬০ নম্বর মামলা, ডিএমপি কোতোয়ালি থানার ৬০ নম্বর মামলা, ডিএমপি মিরপুর থানার ৮৬ নম্বর মামলা, ডিএমপি মিরপুর থানার ৮৭ নম্বর মামলা এবং ময়মনসিংহ থানার ৭০ নম্বর মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শাহবাগ থানায় সাধারণ আইনের আওতায় দায়ের করা ৫১ ও ৫৪ নম্বর মামলায় ১৫ জন আসামির মধ্যে ৭ জনে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ মামলার কার্যক্রমও দ্রুত শেষ হবে। তিনি বলেন, সরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব সমাধান করেছে। কারণ, সরকারের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। বিশেষ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা। তিনি বলেন, শিক্ষকরা শুধু মুক্তিই পায়নি, তাদের স্বপদে বহাল থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে যেসব মামলা হয়েছে সেসব মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে সহিংস ঘটনার জন্য দায়ের করা মামলার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জরুরি বিধিমালা ভঙ্গ আর সহিংস ঘটনা এক নয়। তিনি জানান, আমরা দায়িত্ব নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় একটি সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছার প্রয়াস হাতে নেই। এ নিয়ে গত ১০ দিন ধরে কাজ করে একটি সম্মানজনক ও নীতিভিত্তিক সমাধানে পৌঁছতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমরা বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই এর সমাধান করেছি। তিনি আরও বলেন, আমরা আন্দোলনরত শিক্ষক ও ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলাম তাদের প্রতিবাদের ধরন যেন সহিংস পর্যায়ে না যায়। তিনি এ অনুরোধ রাখার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নৈরাজ্যের সংস্কৃতি আমরা আর চাই না।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিস্থিতির জন্যই আমাদের নৈরাজ্য ও ধ্বংসের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যে স্পিরিট নিয়ে এ ঘটনার সমাধান করেছে তা সঠিক ছিল। কারণ, সরকার আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এ ঘটনার একটি সম্মানজনক সমাধানে এসেছে। এ নিয়ে নানাজনের নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়টির যে একটি সমাধান হয়েছে এটাই বড় কথা।